ইউনিট ৩

সূরা আল-বাকারা-এর পরিচিতি ও আলোচ্য বিষয়

ভূমিকা

পবিত্র আল-কুরআনের সবচেয়ে দীর্ঘ সূরা হচ্ছে সূরা আল-বাকারা। এ সূরাটি মহানবী (স)-এর হিজরতের পর মদীনায় অবতীর্ণ হয়। এ সূরার আয়াত সংখ্যা ২৮৬ এবং এতে ৪০টি রুকু রয়েছে। সূরা বাকারায় ইসলামের অধিকাংশ মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। এ সূরার মধ্যে সালাত, সাওম, হাজ্জ, যাকাত, বিবাহ-তালাক, হালাল-হারাম, তেজারত, জিহাদ ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। হযরত আদম ও হাওয়ার সৃষ্টি কাহিনী, তাঁদের জান্নাতে অবস্থান, ফেরেশতা কর্তৃক তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, শয়তানের প্ররোচনায় নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ ও জান্নাত থেকে পৃথিবীতে অবতরণ ও তাঁদের তাওবা কবুল করার কথা ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। মুনাফিকদের পরিচয়, বৈশিষ্ট্য এবং ইয়াহুদীদের প্রতি আল্লাহর বিভিন্ন অনুগ্রহ এবং তাদের নাফরমানীর কথাও বর্ণিত হয়েছে। মুসলমানদের কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে কাবা শরীফ নির্বাচনের ঘটনাও এ সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে। সবশেষে দুনিয়া ও আখিরাতে পরম কল্যাণ, সাফল্য অর্জনের নিমিত্তে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের একটি হৃদয়গ্রাহী দু'আও শিক্ষা দিয়েছেন এ সূরার মাধ্যমে।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হল–

পাঠ-১ : সূরা আল বাকারা-এর নামকরণ

পাঠ-২ : সূরা বাকারা নাযিলের পটভূমি

পাঠ-৩ : সূরা বাকারার আলোচ্য বিষয়

পাঠ-৪ : সূরা বাকারায় বর্ণিত মুমিন-মুত্তাকীর পরিচয়

পাঠ-৫ : সূরা বাকারায় বর্ণিত কাফিরদের পরিচয়

পাঠ-৬ : সূরা বাকারায় বর্ণিত মুনাফিকদের পরিচয়

পাঠ-৭ : প্রথম মানব হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টির ইতিহাস

সূরা আল বাকারা-এর নামকরণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- কুরআনের সূরার নামকরণের ভিত্তি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- সূরা বাকারার নামকরণের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন;
- সূরা বাকারার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- সূরা বাকারার ফযীলত তুলে ধরতে পারবেন।

১.১ কুরআনের সূরার নামকরণের ভিত্তি

আল-কুরআন মানব রচিত কোন গ্রন্থ নয়। এটা আল্লাহ তা'আলার বাণী। আল্লাহর মনোনীত সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দাহ ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উপর তা অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআনের সূরার নামকরণ এবং নাযিলের কারণ হিসেবে বিশেষ কোন উপলক্ষ থাকলেও তা সেই বিশেষ উপলক্ষ বা কারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এর তাৎপর্য ব্যাপক।

মানব রচিত সাহিত্য কর্মের নামকরণ হয় কেন্দ্রীয় চরিত্র, বিষয়বস্তু বা অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের ভিত্তিতে। কিন্তু কুরআনের সূরার নামকরণ করা হয় এক সূরাকে অন্য সূরা থেকে পার্থক্য করার জন্য। এটা একটি বিশেষ প্রতীকী নাম। কেননা, কুরআনের প্রত্যেকটি সূরায়ই এত বেশি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় চরিত্র, বিষয়বস্তু কিংবা অন্তর্নিহিত ভাবধারার দৃষ্টিতে কোন সূরার সর্বব্যাপক শিরোনাম নির্ধারণ করা যায় না। এজন্যই আল্লাহর নির্দেশে শিরোনামের পরিবর্তে প্রতিটি সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

১.২ সূরা আল-বাকারা-এর নামকরণ

আল-বাকারাহ (البقرة) শব্দের অর্থ গরু বা গাভী। এ সূরার অষ্টম রুকুর ৬৭ নম্বর আয়াত হতে ৭১ নং আয়াত পর্যন্ত প্রত্যেকটি আয়াতে 'বাকারাহ' শব্দটির উল্লেখ থাকার কারণে গোটা সূরার নামকরণ করা হয়েছে- 'আল-বাকারাহ'।

অন্য বর্ণনায় আছে, এ সূরার মধ্যে বনী ইসরাঈল জাতির গো-বৎস পূজার তীব্র প্রতিবাদ এবং হযরত মূসা (আ) কর্তৃক গরু কুরবানী প্রথা প্রবর্তনের প্রসঙ্গ রয়েছে। তাই এ সূরার নাম রাখা হয়েছে 'সূরা আল-বাকারাহ'।

গো-বৎস পূজার ঘটনা

হযরত মূসা (আ) তাওরাত কিতাব প্রাপ্তির জন্য ৪০ দিন তূর পাহাড়ে অবস্থানকালে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় সামেরীর প্ররোচনায় গো-বৎস পূজার মাধ্যমে শিরকে লিপ্ত হয়। হযরত মূসার বড় ভাই হযরত হারুন (আ)-এর নিষেধ অগ্রাহ্য করে তারা গান-বাজনায় মেতে ওঠে। মিসরীয় পৌত্তলিকদের মত আল্লাহর পরিবর্তে একটি গরুর বাছুরকে নিজেদের প্রভু ও উপাস্য হিসেবে পূজা করতে থাকে।

গাভী কুরবানীর প্রসঙ্গ

বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির ধন-সম্পত্তি আত্মসাতের জন্য তার ভ্রাতুষ্পুত্র *তাকে হত্যা* করে শত্রু গোত্রের কাছে ফেলে রাখে। নিহত ব্যক্তির হত্যাকারীর পরিচয় বের করার জন্য 'হযরত মূসা (আ) কে চাপ দিতে থাকে। হযরত মূসা (আ) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে বনী ইসরাঈল জাতির গরুর বাছুর পূজার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ একটি গরু কুরবানীর আদেশ দেন। কিন্তু হটকারী ইয়াহুদীরা এ আদেশের প্রতি কটাক্ষ করে গরু সম্পর্কে নানা প্রশ্ন তোলে। অবশেষে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আল্লাহর শাস্তির ভয়ে গরু কুরবানী করতে বাধ্য হয়। বিপুল অর্থের বিনিময়ে হযরত মূসা (আ) বর্ণিত রঙের গরু ক্রয় করে এবং তা যথারীতি জবাই করে। জবাইকৃত গরুর অংশ বিশেষ দ্বারা হযরত মূসা (আ)-এর কথামত মৃত ব্যক্তির দেহে আঘাত করায় অলৌকিকভাবে মৃত

ব্যক্তি জীবিত হয়ে ঘাতকের পরিচয় জানিয়ে দিয়ে পুনরায় মৃত্যুবরণ করে। এই গরু জবাইয়ের ঘটনা এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে।

নামকরণের তাৎপর্য

আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মধ্যে মানব জাতি হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। মানব জাতি হচ্ছে আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলীফা। মহান আল্লাহ ব্যতীত তার মাথা আর কারো কাছে নত হবে না। নত হবে না কোন জীব-জন্তু বা সৃষ্ট জীবের কাছে। আল্লাহ ছাড়া কোন কল্পিত বস্তুর পূজা মানুষের জন্য সমীচীন নয়। এ সূরায় গরু পূজা ও গো-কুরবানীর সেই ঘটনার প্রেক্ষিত আলোচিত হয়েছে। তাই এ সূরার এ রকম নামকরণ সার্থক হয়েছে। অবশ্য বিষয়বস্তুর দিক থেকে আলোচনা করলে এ সূরাকে অন্য আরো বহু নামে অভিহিত করা যেত। কুরআনের সূরাগুলোর নাম যেহেতু শিরোনাম নয়, কাজেই নামের মধ্যে আলোচ্য বিষয়বস্তু সীমাবদ্ধ নয়।

এ সূরার ফযীলত

এ সূরার অধিকাংশ আয়াত হিজরতের পর মদীনায় নাযিল হয়েছে। এজন্য এ সূরাকে মাদানী সূরা বলা হয়। এ সূরা কুরআনের দীর্ঘতম সূরা। এতে ৪০টি রুকু ও ২৮৬টি আয়াত রয়েছে।

হাদিসের কিতাবসমূহে এ সূরার ফযীলত সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বায়হাকীর 'শু'আবুল ঈমান' নামক হাদীস গ্রন্থে ইমাম বায়হাকী (র) হযরত সালমা (রা)-এর একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। এতে বলা হয়েছে যে, "যে ব্যক্তি সূরা বাকারা পড়বে জান্নাতে তাঁর মাথায় তাজ পরানো হবে।" ইবনে হিব্বান হযরত সাহল ইবনে সাদের একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রত্যেক বস্তুরই একটি উচ্চতা আছে। আল-কুরআনের উচ্চতা হল সূরাতুল-বাকারা। যে ব্যক্তি নিজ গৃহে সূরা বাকারা তিলাওয়াত করবে, তিন দিন তার ঘরে শয়তান প্রবেশ করতে পারবে না। ইমাম আহমাদ (র) হযরত বুরাইদার একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "তোমরা সূরা বাকারা শিক্ষা কর। কেননা, এটি শিক্ষা করা বরকত, আর শিক্ষা না করা আফসোসের কারণ।"

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.১

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন–

১. মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মানব রচিত কোন গ্রন্থ / গ্রন্থ নয়।
২. কুরআন মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার বাণী সমষ্টি / রাসূলুল্লাহর বাণী।
৩. মানব রচিত সাহিত্য কর্মের নামকরণের মত কুরআনের সূরার নামকরণ হয় / হয় না।
৪. কুরআনের সূরাসমূহের নাম প্রতীকী / বিষয়বস্তু ভিত্তিক।
৫. সূরা বাকারা মাদানী / মাক্কী সূরা।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. সূরা বাকারা নামকরণের দু'টি কারণ উল্লেখ করুন।
২. গো-বৎস পূজার ঘটনাটি লিখুন।
৩. গাভী কুরবানীর ঘটনাটি লিখুন।
৪. সূরা বাকারা নামকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।
৫. সূরা বাকারার ফযীলত বর্ণনা করুন।

সূরা বাকারা নাযিলের পটভূমি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- শানে নুযুল কাকে বলে, বলতে পারবেন।
- সূরা বাকারা নাযিলের কারণ উল্লেখ করতে পারবেন;
- সূরা বাকারা নাযিলের সময়-কাল নির্দেশ করতে পারবেন।

২.১ শানে নুযূল কী?

কুরআন মাজীদ অন্যান্য আসমানী কিতাবের মত একত্রে নাযিল হয়নি। জীবন সমস্যা ও ঘটনার আলোকে অল্প-অল্প করে সমাধানমূলক বক্তব্যসহ তেইশ বছরে নাযিল হয়েছে। উসূলে তাফসীরের পরিভাষায় একে সববে নুযূল বা শানে নুযূল বলা হয়। তাফসীরকারকদের পরিভাষায় কুরআনের আয়াতগুলো অবতীর্ণের কারণ ও প্রেক্ষাপটকে শানে নুযূল বলা হয়। যেমন- হুদাইবিয়ার সন্ধির ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছে- إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا "নিশ্চয় আমরা আপনাকে মহান বিজয় দান করেছি।" এভাবে যে আয়াত বা সূরা যে কারণে নাযিল হয়েছে সেটি সে আয়াত বা সূরার শানে নুযুল।

শানে নুযূলের গুরুত্ব

আল-কুরআনের অবতীর্ণের প্রেক্ষাপটের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। যেমন- শানে নুযূল যদি সাহাবা হতে বর্ণিত হয়, তাহলে তা হাদীসে মারফু-এর পর্যায়ভুক্ত হবে এবং তা গ্রহণযোগ্য হবে। তবে আয়াতটি শানে নুযূলের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। শানে নুযূল জানা থাকলে আয়াতের সঠিক মর্ম, বিধান ও হুকুম ভালভাবে বোঝা যায়। মুফাসসিরগণ বলেন, কুরআনের মর্ম বোঝার জন্য শানে নুযূল হলো একটি উত্তম উপায়। আইন-বিধান প্রণয়নের জন্য শানে নুযূলের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

২.২ সূরা বাকারা নাযিলের সময়কাল

আল-কুরআনের সবচেয়ে দীর্ঘতম সূরা হচ্ছে সূরা আল-বাকারা। তবে এ সূরার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময় নাযিল হয়েছে। কারো মতে, এটা মদীনায় অবতীর্ণ প্রথম সূরা। এ সূরার আয়াতগুলো সব ধারাবাহিকভাবে নাযিল হয়নি এবং এ সূরাটি সম্পূর্ণ না হতেই অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ নাযিল হতে শুরু করে। এ সূরার কোন কোন আয়াত ও অন্যান্য মাদানী সূরার কোন কোন আয়াতের নাযিল হওয়ার উপলক্ষ সন্ধান করতে গেলে জানা যায় যে, মদীনায় অবতীর্ণ দীর্ঘ সূরাগুলোর সবকয়টির বেলাতেই এ কথা প্রযোজ্য। এ সূরাগুলোর সকল আয়াত একত্রে এবং ধারাবাহিকভাবেও নাযিল হয়নি।

২.৩ সূরা বাকারা নাযিলের পটভূমি

এ সূরা নাযিলের ঐতিহাসিক পটভূমি হচ্ছে-

মহানবী (স) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে আসার ফলে ইসলাম প্রচার ব্যাপক হতে থাকে। তখন কুরাইশদের সাথে সাথে ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান এবং মুনাফিকরা ইসলামের গতিরোধ করার জন্য নানা ষড়যন্ত্র করতে থাকে। তারা ইসলামের প্রতি অমূলক নানারকম অপবাদ প্রচার করতে থাকে। এমনকি তারা পবিত্র কুরআন আল্লাহর বাণী হওয়ার ব্যাপারে নানারূপ সন্দেহমূলক উক্তি করতে থাকে। তখন আল্লাহ তা'আলা কাফির, মুশরিক, ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান ও মুনাফিকদের সেই মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদে সূরা বাকারা নাযিল করেন। এ সূরায় ইসলাম বিদ্বেষীদের সমস্ত অপবাদের জবাব দেওয়া হয়। কুরআন যে একান্ত আল্লাহ তা'আলারই সত্য বাণী, ইসলাম যে বিশ্বমানবতার একমাত্র দিশারী তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়। (তাফসীরে হাক্কানী)

তাফসীরে নুরুল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে- এ সূরার শানে নুযূল হল এই যে, মালিক ইবন সাইফ নামক এক ইয়াহুদী কুরআনের বিরুদ্ধে এ অপপ্রচার চালাতো যে-এটা সেই পবিত্র গ্রন্থ নয়, যার অবতীর্ণ হওয়ার সুসংবাদ পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে দেওয়া হয়েছিল। তখন পবিত্র কুরআন সম্পর্কে যাবতীয় সন্দেহ দূর করার জন্য এ সূরা নাযিল করা হয়। এতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হয়- এটা সেই কিতাব-যাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.২

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

এক কথায় উত্তর দিন-

১. কুরআন কি অন্যান্য আসমানী কিতাবের মত একত্রে নাযিল হয়েছে?
২. সববে নুযূল বা শানে নুযূল অর্থ কি?
৩. হুদাইবিয়ার সন্ধির ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোন্ আয়াত নাযিল হয়?
৪. কুরআনের মর্ম বোঝার জন্য উত্তম উপায় কি?
৫. কুরআনের আয়াত দ্বারা বিধান নিরূপণে শানে নুযূলের গুরুত্ব কতটুকু?
৬. কুরআন মাজীদের দীর্ঘতম সূরা কোনটি?
৭. সূরা বাকারা মাদানী জীবনের কোন্ সময় নাযিল হয়?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. শানে নুযূল কি? এর গুরুত্ব লিখুন।
২. সূরা বাকারা নাযিলের সময়কাল উল্লেখ করুন।
৩. সূরা বাকারা নাযিলের পটভূমি বিশ্লেষণ করুন।

সূরা বাকারার আলোচ্য বিষয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- সুরা বাকারার আলোচ্য বিষয় উল্লেখ করতে পারবেন;
- সূরা বাকারার আলোচ্য বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

সূরা বাকারার আলোচ্য বিষয়

রাসূলুল্লাহর (স) মদীনা জীবনের সূচনাতে এ সূরা নাযিল হয়। এ সূরায় ইসলামের বেশ কিছু মৌলিক বিষয় আলোচিত হয়েছে।

সূরার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়

সূরা বাকারায় অনেক বিষয় আলোচিত হয়েছে। তবে একটি মাত্র কেন্দ্রীয় বিষয় সেসব আলোচ্য বিষয়কেই সংযুক্ত করেছে। আলোচনার দু'টি প্রধান ধারা একটি হল- মদীনায় অবস্থিত ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান ও মুনাফিক শ্রেণীর ইসলামের বিরোধিতার জবাব ও তাদের অসারতা প্রমাণ করা। দ্বিতীয় ধারাটি হচ্ছে পৃথিবীতে তাওহীদের একমাত্র ধারক-বাহক জাতি হিসেবে মুসলমানদের গড়ে তোলার দিক নির্দেশনা দেওয়া। এ দুটো ধারাই সূরা বাকারার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়।

২. কুরআনের নির্ভুলতা

এ সূরার প্রথমেই বলে দেওয়া হয়েছে- "কুরআন নিশ্চিতরূপে আল্লাহর বাণী। এতে কোন সংশয়-সন্দেহ নেই"। পরবর্তীতে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছে- এটা কোন মানব রচিত গ্রন্থ নয়।

৩. মু'মিন-মুত্তাকীর বৈশিষ্ট্য

সূরার শুরুতে সত্যিকার মুমিন-মুত্তাকীদের গুণ-বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। মুমিনগণ কিভাবে আল্লাহর আদেশ মান্য করে এবং তাদের জীবন-ই যে সাফল্যময়-তার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

৪. কাফির-নাস্তিকদের ব্যর্থতা

নাস্তিক-কাফিরদের চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- তারা সত্য-সুন্দরকে সব সময় প্রত্যাখ্যান করে। এ কারণে বলে দেওয়া হয়েছে কাফিরদের অন্তর সত্য গ্রহণের উপযুক্ত নয়। এদের জীবন চরমভাবে ব্যর্থ।

৫. মুনাফিকদের পরিণতি

কপট মুনাফিকরা সুবিধা আদায়ের জন্য ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু এ চক্রটি ইসলাম ও মুসলমানের ভীষণ ক্ষতি করে। তাদের ঘৃণ্য আচরণ, তাদের জীবনের পরিণতির কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

৬. মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে- পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধির দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে মানুষকে।

৮. আদম (আ) সৃষ্টির কাহিনী

আদি মানব হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টি কাহিনী, পৃথিবীতে প্রেরণ ও দায়িত্ব-কর্তব্য প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

৯. ইয়াহুদী জাতির মুখোশ উন্মোচন

বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ এবং তাদের অপকর্মের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। কিভাবে তারা পৃথিবীর নেতৃত্বে এসেছিল এবং দুষ্কর্মের কারণে কীভাবে নেতৃত্ব থেকে দূরে সরে গিয়ে অভিশপ্ত হয়, তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

১০. ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের মধ্যে বিরোধ

হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ)-এর প্রসঙ্গ নিয়ে তাদের মধ্যে বাগবিতণ্ডার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কীভাবে আহলে কিতাবের লোকেরা নিজেদের ধর্মের বিরোধিতা করেছে এবং হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে প্রতিশ্রুত আখেরী নবী হিসেবে অস্বীকার করে তাদের স্বার্থহানির ভয়ে সে কথাও এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে।

১১. কুরআনের মুজিযা

আল-কুরআন মহানবী (স)-এর চিরন্তন মুজিযা। এটা মানব রচিত নয় বরং মহান আল্লাহ প্রেরিত। এ বিষয়টি চ্যালেঞ্জ আকারে বিশ্ববাসীর কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১২. হযরত ইবরাহীম ও কাবা ঘর প্রসঙ্গ

সূরায় মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরহীম (আ)–এর প্রসঙ্গ এবং ইসমাইল-ইসহাক ও কাবা ঘর নির্মাণ-একে পবিত্র করণ, তাওহীদের প্রতিষ্ঠা, সর্বজনীন ধর্ম হিসেবে ইসলামের প্রতিষ্ঠা এবং তাদের প্রার্থনা সংক্ষেপে ও সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া হযরত সুলাইমান (আ)-এর নির্মিত বায়তুল মোকাদ্দাসের পরিবর্তে কা'বা শরীফকে বিশ্ব মুসলিমের কিবলা নির্ধারণ এবং একে কেন্দ্র করে ইবাদাতানুষ্ঠান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এভাবে মুসলিম উম্মাহকে পুনর্গঠন করে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৩. ইসলামী শরীআতের প্রবর্তন

ইসলামী শরীআতের বিভিন্ন হুকুম-আহকাম, খাদ্য-পানীয়, সালাত, সাওম, যাকাত, হাজ্জ, কিসাস, অসীয়ত, জিহাদ, বিবাহ, তালাক, মুহরানা, ইলা, খোলা-রিজয়াত, ক্রয়-বিক্রয়, সুদ, বন্ধক, মদ, জুয়া, অনাথ-ইয়াতীম, ঋণের আদান-প্রদান ইত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। আর এসব শরীআতের বিধান সমাজে প্রবর্তন করা হয়েছে।

১৪. জিহাদের আহ্বান

মুসলমানদেরকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ও আন্দোলনে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তালূত-জালুত এবং হযরত দাউদ (আ)-এর প্রসঙ্গ বর্ণনা করা হয়েছে।

১৫. তাওহীদ-রিসালাত ও আখিরাতের বর্ণনা

এ সূরায় তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহর একত্ববাদ, রাসূলগণের পরস্পর বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইবরাহীম-নমরুদ বিরোধ তুলে ধরে তাওহীদের বিষয় স্পষ্ট করা হয়েছে।

১৯. সফলতার জন্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা

মানব জীবনের সফলতা নির্ভর করছে আল্লাহর মর্জির ওপর। কাফির-নাস্তিকদের বিরুদ্ধে সফল ও বিজয়ী হওয়ার জন্য এবং জীবনের সফলতার জন্য সবর্তোভাবে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে।

সারকথা

সূরা বাকারায় ইসলামের অধিকাংশ মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। এ সূরার মধ্যে সালাত, সাওম, হাজ্জ, যাকাত, বিবাহ-তালাক, হালাল-হারাম, তেজারত, জিহাদ ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। হযরত আদম ও হাওয়ার সৃষ্টি কাহিনী, তাঁদের জান্নাতে অবস্থান, ফেরেশতা কর্তৃক তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, শয়তানের প্ররোচনায় নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ ও জান্নাত থেকে পৃথিবীতে অবতরণ ও তাঁদের তাওবা কবুল করার কথা ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। মুনাফিকদের পরিচয়, বৈশিষ্ট্য এবং ইয়াহুদীদের প্রতি আল্লাহর বিভিন্ন অনুগ্রহদান, তাদের প্রতি আল্লাহর বিভিন্ন নিআমতদান ও তাদের নাফরমানীর কথাও বর্ণিত হয়েছে। মুসলমানদের কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে কাবা শরীফ নির্বাচনের ঘটনাও এ সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বশেষে দুনিয়া ও আখিরাতে পরম কল্যাণ, সাফল্য অর্জনের নিমিত্তে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের একটি হৃদয়গ্রাহী দুআও শিক্ষা দিয়েছেন এ সূরার মাধ্যমে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.৩

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

এক কথায় উত্তর দিন-

১. সূরা বাকারার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়ের ধারা কয়টি?
২. সূরা বাকারার প্রথমেই কি বলে দেয়া হয়েছে?
৩. নাস্তিক কাফিরদের বৈশিষ্ট্য কি?
৪. মুনাফিক চক্র কোন্ ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিত?
৫. মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি?
৬. আহলে কিতাব কারা?
৭. চূড়ান্ত সফলতার জন্য কি করতে বলা হয়েছে?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. সূরা বাকারার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় বিশ্লেষণ করুন।
২. সূরা বাকারায় যে সব বিষয় আলোচিত হয়েছে- সে সব বিষয়ের শিরোনাম তুলে ধরুন।
৩. সূরা বাকারার আলোচ্য বিষয়ের সারকথা লিখুন।

পাঠ ৪ সূরা বাকারায় বর্ণিত মুমিন-মুত্তাকীর পরিচয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- মুত্তাকী কাকে বলে বলতে পারবেন;
- মুত্তাকীর বৈশিষ্ট্য কি কি, তা উল্লেখ করতে পারবেন।

মুমিন-মুত্তাকীর পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

মুমিন মানে বিশ্বাসী। আর মুত্তাকী অর্থ হল পরহেযগার, আল্লাহভীরু, আল্লাহতে নিবেদিত প্রাণ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যারা ঈমান গ্রহণ করে শিরক, কবীরা গুণাহ, অশ্লীল কাজ হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহর হুকুম-আহকাম পালন করে, তারাই মুত্তাকী। প্রকৃত মু'মিন-মুত্তাকীর বৈশিষ্ট্য হল-

৪.১ তারা গায়েব বা অদৃশ্যে বিশ্বাসী

মুমিন-মুত্তাকীর প্রথম গুণটি হল তারা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনে। ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও প্রত্যয়-সংস্কৃতি এবং আদর্শের মৌলিক বিষয় এটাই। এ বিশ্বাসের মূল কথা হচ্ছে :

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ

"তারা গায়েবে বা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে।" এসব অদৃশ্যের বিষয়াবলির মধ্যে আছে- মহান প্রভু আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি, ফেরেশতা, অহী, আখিরাত, বেহেশত-দোযখ ইত্যাদি।

অদৃশ্যে বিশ্বাস মুমিন-মুত্তাকী হওয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুবাদীরা এ অদৃশ্যে বিশ্বাস না করে ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত হয়েছে।

৪.২ তারা সালাত কায়েম করে

সালাত প্রতিষ্ঠা করা মুমিন-মুত্তাকীর দ্বিতীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ বলেন- وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ "তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে।"

সালাতের মধ্য দিয়ে তারা এক আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। শুধু গায়েবে বিশ্বাস করে চুপচাপ বসে থেকে 'জপ' করলেই মুত্তাকী হওয়া যায় না। আনুগত্যের বাস্তব নমুনা দেখাতে হবে সালাতের মাধ্যমে। দিবা-রাত্র পাঁচবার ফরয সালাত ও সিজদার মাধ্যমে তারা শিরক থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলে।

৪.৩ তারা আল্লাহর দেওয়া রিয্ক থেকে ব্যয় করে

মুমিন-মুত্তাকীর তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ "তারা আমার (আল্লাহর) দেওয়া রিয্ক থেকে ব্যয় করে।"

যা কিছু ধন সম্পদ আছে তা সবই আল্লাহর দান। এর প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা'আলা। এ বিশ্বাস অর্থের মোহ থেকে মুক্ত করে। কাজেই মুমিন-মুত্তাকী অর্থের পূজারী হয় না। তার ধন-সম্পদে আল্লাহ ও অন্যান্য মানুষের যে অংশ ও অধিকার আছে, তা-সে রীতিমত ব্যয় করে।

৪.৪ তারা আসমানী কিতাবে বিশ্বাস করে

মুমিন-মুত্তাকীদের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ "তারা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি নাযিল করা কিতাবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁর পূর্ববর্তী অন্যান্য নবীদের প্রতি নাযিলকৃত কিতাবসমূহের উপর ঈমান রাখে।"

মানব জাতির পথ নির্দেশনার জন্যে আল্লাহ তাআলা যে সব আসমানী কিতাব যুগেযুগে নাযিল করেছেন- মুমিন-মুত্তাকীগণ তা স্বীকার করে। তারা বিশ্বাস করে, মানব জাতির সূচনা থেকে যে সব আসমানী কিতাব মানুষের হিদায়াতের জন্যে নাযিল হয়েছে; তা সবই একই উৎস থেকে এসেছে। আর হযরত মুহাম্মদ (স)-এর উপর যে আল-কুরআন নাযিল হয়েছে- তা কিয়ামত পর্যন্ত মুক্তির পথ দেখাবে।

এ বিশ্বাসের ফলে আদি থেকে শেষ নবী পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলের মধ্যে ঐক্যের সেতুবন্ধন তৈরি করেছে। তাই তাদের মধ্যে ধর্মের ব্যাপারে গোঁড়ামি নেই।

৪.৫ তারা আখিরাত জীবনে সুদৃঢ় বিশ্বাসী

মুমিন-মুত্তাকীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ "তারা পরকালের জীবনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।"

এ বিশ্বাস কর্মকে কর্মফলের সাথে এবং সূচনাকে পরিণতির সাথে যুক্ত করে। এ বিশ্বাস মানুষকে এ চেতনা দান করে যে, পৃথিবীতে তার সৃষ্টি, তার কর্মকাণ্ড, তৎপরতা, বিশ্বাস, জীবনাচার কিছুই বৃথা যাবে না। সে নিরর্থক সৃষ্টি নয়। তাকে তার কর্মের জন্যে মহাবিচারকের দরবারে হাযির হতে হবে। ভাল কাজের জন্যে পুরস্কার এবং মন্দ কাজের জন্যে শাস্তি পাবে। এরূপ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মুমিন-মুত্তাকীর জীবনই সাফল্যময় হবে ইহজগতে ও পরজগতে।

সারকথা

মহান আল্লাহ আল-কুরআনকে বিশ্ব মানবতার পথ নির্দেশনা হিসেবে অবতীর্ণ করেছেন। সূরা আল বাকারার শুরুতে বলা হয়েছে- 'এটা একটা হেদায়াত ও পথ নির্দেশনার গ্রন্থ'। আর এ গ্রন্থ যদিও মানবজাতির প্রত্যেক সদস্যের জন্যই হেদায়াত গ্রন্থ, তবুও যারা হেদায়াত পাবার জন্য নিজেরা অগ্রসর হবে না, তাদেরকে এ গ্রন্থ হেদায়াত করতে পারবে না। কুরআন থেকে হেদায়াত লাভের উপযুক্ত করা, তাদের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় সূরার প্রথমেই তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া এর থেকে হেদায়াতের উপযুক্ত মুমিন-মুত্তাকীর মৌলিক ও বস্তুনিষ্ঠ কতিপয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.৪

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি বেছে নিন

১. মুত্তাকী অর্থ বিশ্বাসী / আল্লাহভীরু।
২. বস্তুবাদীরা অদৃশ্যে বিশ্বাস না করে মনুষত্বের / পশুত্বের পর্যায়ে পড়ে আছে।
৩. মুমিন-মুত্তাকীর দ্বিতীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঈমান আনা / সালাত কায়েম করা।
৪. শুধু গায়েবে বিশ্বাস করে চুপচাপ বসে থেকে 'জপ' করলেই মুত্তাকী হওয়া যায় / যায় না।
৫. মুমিন-মুত্তাকীর তৃতীয় গুণ হচ্ছে যা কিছু সম্পদ আছে তা থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় করা / ব্যয় না করা।
৬. আমাদের যে সম্পদ আছে তার প্রকৃত মালিক আমরাই / আল্লাহ তা'আলা।
৭. মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ধর্মের ব্যাপারে গোঁড়ামি আছে / নেই।
৮. পৃথিবীতে মানুষের সৃষ্টি নিরর্থক / নিরর্থক নয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. মুমিন-মুত্তাকীর পরিচয় দিন।
২. সূরা বাকারায় প্রদত্ত মুমিন-মুত্তাকীর গুণ-বৈশিষ্ট্যের তালিকা প্রস্তুত করুন।
৩. গায়েবে বিশ্বাসের তাৎপর্য লিখুন।
৪. সালাত কায়েমের মাধ্যমে মুত্তাকী কি গুণ অর্জন করে?
৫. আসমানী কিতাবে বিশ্বাসের মাধ্যমে মুত্তাকীর জীবনে কি বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয়?
৬. আখিরাত জীবনে বিশ্বাসের তাৎপর্য কি?

সূরা বাকারায় বর্ণিত কাফিরদের পরিচয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- কাফির শব্দের সংজ্ঞা বলতে পারবেন,
- কাফিরের পরিচয় তুলে ধরতে পারবেন,
- নাস্তিক-কাফিরদের বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দিতে পারবেন।

কাফিরদের পরিচয়

কাফির 'কুফর' শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ-অস্বীকার করা, গোপন করা। এর মর্মার্থ হল, অবিশ্বাস বা অস্বীকার করা। শরীআতের পরিভাষায় যে ব্যক্তি আল্লাহ, রাসূল, আসমানী কিতাব, আখিরাত-বেহেশত-দোযখ, ফেরেশতা ইত্যাদি ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহে বিশ্বাস করে না, তাকেই কাফির বলা হয়ে থাকে। বাংলা ভাষায় এদেরকে নাস্তিকও বলা হয়।

সূরা বাকারায় প্রথমে মুমিন-মুত্তাকীনের বিশ্বাস, জীবনাচার তুলে ধরা হয়েছে তারপর সর্বকালের ও সকল দেশের কাফিরদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে।

৫.১ কাফিরদের বৈশিষ্ট্য

সূরা বাকারায় কাফিরদের স্বরূপ উদঘাটন করে বলা হয়-"নিশ্চয়ই যাদের মধ্যে কুফরী বদ্ধমূল হয়েছে, তাদেরকে তুমি সাবধান কর বা না কর তাতে কিছুই আসে যায় না, তারা ঈমান আনবে না। আল্লাহ তাদের কর্ণকুহরে সিল মেরে দিয়েছেন। আর তাদের চোখের উপর রয়েছে আবরণ। তাদের জন্য রয়েছে ভীষণ আযাব।" এ থেকে কাফিরদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। তা হল, এরা সব সময়ে বাঁকা পথে চলে। হেদায়াত গ্রহণ, ভীতি প্রদর্শন বা সত্য সুন্দরের আহ্বানে তারা কখনোই সাড়া দেয় না। এজন্যে এদেরকে বোঝানো বা ভয় দেখানো সবই বৃথা। কেননা, তাদের মন-মগজের জানালাগুলো রুদ্ধ।

৫.২ তারা আল্লাহর সাথে কুফরি করে

নাস্তিকদের ঊর্ধ্ব জগতের সাথে যোগাযোগ ও যোগসূত্র নেই। কাফির যেহেতু আল্লাহ ও অদৃশ্য সৃষ্টিলোকে বিশ্বাস ও অদৃশ্য শক্তির প্রতি বিশ্বাস রাখে না, তাই তাদের সাথে আল্লাহ ও অদৃশ্যলোকের বিশ্বাস গড়ে উঠে না। সে আল্লাহ ও অদৃশ্যলোক থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে।

৫.৩ তাদের সত্য-মিথ্যা বোঝার অনুভূতি নেই

কাফির-নাস্তিকদের মন সত্যকে বোঝা ও মেনে নেওয়ার উপযুক্ত নয়। এজন্য তারা কোন্‌টি সত্য ও কোন্‌টি মিথ্যা, তা অনুধাবন করতে পারে না। তাদের মনে সত্যের অনুভূতি জাগ্রত হয় না।

৫.৪ তাদের সত্য-শ্রবণের শক্তি নেই

কাফিরদের শ্রবণ শক্তিকে হরণ করা হয়েছে। এজন্য তাদের কর্ণকুহরে হেদায়াতের কোন ধ্বনি বা প্রতিধ্বনি ঢোকে না।

৫.৫ তারা সত্য-গ্রহণে সামর্থ্যহীন

তাদের চোখের উপর রয়েছে অসত্যের ঢাকনা। এ কারণে চোখে হেদায়াতের কোন আলো তারা দেখতে পায় না। কাজেই তাদের সত্য-মিথ্যা উপলব্ধি করার শক্তি-সামর্থ্য লোপ পেয়ে গেছে।

৫.৬ এরা মোহান্ধ

নাস্তিকরা গোয়ার্তুমিতে পরিপূর্ণ থাকে। তারা এমন অহংকার, অহমিকা ও গোয়ার্তুমির স্পর্ধা দেখায়, যার কারণে তারা কোন যুক্তি মানতে চায় না। একগুঁয়ে স্বভাবের কারণে সব সময় তারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে থাকে।

অন্যকে হেদায়াতের আলো থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। সমাজ-সভ্যতাকে সুন্দরের দিকে নিয়ে যেতে দেয় না। তাদের স্বার্থবাদী নীতি কায়েম রাখার জন্যে তারা খুবই স্বার্থান্ধ হয়।

সারকথা

কুফরি-নাস্তিকতা একটি জঘন্যতম অপরাধ। এটা খোদাদ্রোহিতা। আল্লাহর আনুগত্য করতে এরা নিজেরাতো প্রস্তুত নয়ই; অন্যদেরকেও এরা আল্লাহর পথে চলতে বাধা দেয়। কাফিরদের বেশিষ্ট্য এটাই। এ স্বভাবের কারণেই তারা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.৫

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সত্য ও মিথ্যা নির্ণয় করুন–

১. মুমিন-মুত্তাকীদের জীবনবোধ ও জীবনাচার কাফিরদের সম্পূর্ণ বিপরীত।

২. বাংলা ভাষায় কাফিরকে নাস্তিক বলা হয়ে থাকে।

৩. ইসলামের প্রত্যয়সমূহের প্রতি অবিশ্বাস করাকে মুশরিক বলা হয়ে থাকে।

৪. কাফির-নাস্তিকরা নিজেদের গোয়ার্তুমির কারণে কোন যুক্তি মানতে চায় না।

৫. কাফির-নাস্তিকরা কায়েমী স্বার্থবাদী নীতি প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য খুবই উদার হয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. কাফির নাস্তিকদের পরিচয় তুলে ধরুন।

২. কাফির-নাস্তিকদের বৈশিষ্ট্যের তালিকা প্রস্তুত করুন।

৩. সূরা বাকারার আলোকে কাফিরদের ৪টি বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ ৬ সূরা বাকারায় বর্ণিত মুনাফিকদের পরিচয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- মুনাফিকের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- মুনাফিকের লক্ষণগুলো জানতে পারবেন।

মুনাফিকদের পরিচয়

মহানবী (স)-এর নবুওয়াত লাভের প্রাথমিক যুগে মাক্কী জীবনে মূলত মানুষ দু'টো দলে বিভক্ত ছিল। প্রথমটি মহানবী (স) অনুগত একত্ববাদী মুসলিম। অপর দলটি ছিল বহুত্ববাদী, কাফির ও মুশরিক। কিন্তু মহানবীর (স) মদীনায় হিজরাতের পর সুবিধাবাদী একটি তৃতীয় দলের অভ্যুদয় ঘটে। এরা হৃদয়ে কুফরী ও শিরক গোপন রেখে কেবল সুবিধাভোগের লক্ষ্যে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের দাবি করত এবং মহানবীর (স) প্রতি কপট আনুগত্য দেখাত। এ অন্তর্ঘাতমূলক দলটি মুনাফিক নামে পরিচিত।

নিফাক বা মুনাফিকী অত্যন্ত জঘন্য পাপ। সমাজ, দল, রাষ্ট্র তথা সমষ্টিগত জীবনে নিফাকের দুষ্ট ব্যাধি সর্বদা বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয় সৃষ্টি করে। তারা ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে সমাজ ও রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে দিতে তৎপর থাকে। তাই ইসলামে একে অমার্জনীয় পাপ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

মূলত সামাজিক সুযোগ-সুবিধা পাবার জন্য মুসলিম সেজে গোপনে ইসলামের মারাত্মক ক্ষতির চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। 'মুনাফিক' প্রতি যুগেই কিছু না কিছু ছিল। মহানবীর (স) সময়ে মদীনায় আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইর নেতৃত্বে মুনাফিক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এখানে কুরআনে কারীমের সূরা বাকারার দ্বিতীয় রুকুতে নির্দেশিত মুনাফিকদের জীবনাচার দেওয়া হলো।

৬.১ এরা প্রকৃত বিশ্বাসী নয়

মুনাফিকরা প্রকাশ্যভাবে নিজেদেরকে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী বলে দাবি করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানদার নয়। বরং অন্তরে তারা ইসলামের প্রতি ঘোর অবিশ্বাস পোষণ করে থাকে। যেমন, কুরআনে বলা হয়েছে-

وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ

'তারা ঈমানদার নয়'।

৬.৩ মুনাফিকরা ধোঁকাবাজ

মুনাফিকরা ধারণা করে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং মুমিনদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে তারা কেবল নিজেদেরকেই ধোঁকা ও প্রবঞ্চনার জালে আবদ্ধ করে ধ্বংস ও ক্ষতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অথচ তারা এ সহজ কথাটি বুঝতে পারে না।

৬.৩ মুনাফিকরাই পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী

মুনাফিকরা গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পৃথিবীতে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে রাখে। এ ব্যাপারে যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টি করো না। তখন তারা সাধু তপস্বী সেজে বলতে থাকে:

إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

"আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী"

প্রকৃতপক্ষে এরাই যাবতীয় অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।

৬.৪ মুনাফিকদের হৃদয়ে কপটতার রোগ

মুনাফিকদের হৃদয়ে রয়েছে কপটতা ও প্রবঞ্চনার রোগ। কখন কাকে ক্ষতি করবে, কখন কার বিরুদ্ধে লাগবে, কখন সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করবে- এ হীন চারিত্রিক রোগে তারা সর্বদা তাড়িত হয়ে বেড়ায়।

৬.৫ মুনাফিকরা দো-দেল বান্দা

মুনাফিকরা যখন ঈমানদারদের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন বলে যে, তারা ঈমান এনেছে। আবার যখন তাদের দুষ্ট দলপতির সাথে মিলিত হয়, তখন বলে যে, তারা তাদের সঙ্গেই রয়েছে। এরা দো-দেল বান্দা। কোথাও তাদের স্বস্তি নেই।

৬.৬ মুনাফিকরাই নির্বোধ

মুনাফিকদেরকে খাঁটিভাবে ঈমান আনতে বলা হলে, তারা মুখের উপর বলে দেয় যে, তারা কি নির্বোধদের ন্যায় অন্ধভাবে ঈমান আনবে? আল্লাহ বলেন- "প্রকৃতপক্ষে তারাই নির্বোধ ও অজ্ঞ। কিন্তু এতটুকু বাস্তবতা বুঝতেও তারা পারে না।"

৬.৭ মুনাফিকরা পথহারা, অন্ধ ও বধির

মুনাফিকরা পথহারা, তাদের অন্তর ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তাই মহান আল্লাহ তাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বধির, মূক ও অন্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন। মহানবী (স) মুনাফিকদের কিছু লক্ষণ তুলে ধরে বলেন- মুনাফিকরা-

ক. কথায় কথায় মিথ্যা বলে;

খ. প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করে;

গ. আমানতের খিয়ানত করে এবং

ঘ. ঝগড়া বিবাদে অশ্লীল গালমন্দ করে।

এসব লক্ষণ ও চরিত্র যাদের মধ্যে পাওয়া যায়, তারাই মুনাফিক। তাদের হীন ষড়যন্ত্র ও অনিষ্ট হতে সর্বদা সতর্ক থাকতে কুরআন ও হাদীসে হুশিয়ার করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৩.৬

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

মিল করুন

১.	মুনাফিকী	অন্তর্ঘাতমূলক সাংঘাতিক ব্যক্তি।
২.	নিফাক সমাজ সভ্যতায় দুষ্টক্ষত ও	আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর নেতৃত্বে
৩.	মদীনায় মুনাফিক শ্রেণী সৃষ্টি হয়	অশান্তির দাবানল জ্বালিয়ে দেয়, ঘোর তমসায় আচ্ছন্ন।
৪.	মুনাফিকরা গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পৃথিবীতে	জঘন্য পাপ।
৫.	মুনাফিকরা পথহারা, বিভ্রান্ত, তাদের অন্তর	

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. নিফাক ও মুনাফিকের পরিচয় লিখুন।

২. সূরা বাকারায় উল্লিখিত মুনাফিকদের প্রধান চারটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

৩. মুনাফিকদের চরিত্র বৈশিষ্ট্যের একটি তালিকা তৈরি করুন।

পাঠ ৭ প্রথম মানব হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টির ইতিহাস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- পৃথিবীতে মানব জাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন,
- আদম (আ)-এর সৃষ্টির ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।

আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব জাতি। এ পৃথিবীতে আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠাই মানব জাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য। হযরত আদম (আ) ছিলেন পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানব ও সর্বপ্রথম নবী। তাঁরই পাঁজর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে সর্বপ্রথম মানবী হযরত হাওয়া (আ)-কে তাঁর সঙ্গী হিসেবে। আর স্ত্রী থেকেই পৃথিবীতে মানব জাতির বংশ বিস্তার শুরু হয়। মানব জাতির ইতিহাসে হযরত আদম ও হাওয়া (আ)-এর সৃষ্টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

মহান আল্লাহ পৃথিবীতে খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিনিধিরূপে মানব জাতি সৃষ্টির সিদ্ধান্ত ফেরেশতদের নিকট জানাতে গিয়ে বলেন :

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

"আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চাই।"

যখন আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে মানব জাতিকে প্রতিনিধিরূপে সৃষ্টির সিদ্ধান্ত জানালেন, তখন ফেরেশতাগণ ইতঃপূর্বকার পৃথিবীতে বসবাসকারী জিন জাতিকে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ, হত্যা কলহ এবং অধঃপতন সম্পর্কিত পূর্ব অভিজ্ঞতার নিরিখে মানব জাতিও পৃথিবীতে এসে পরস্পর কলহ-বিবাদ ও রক্তপাত ঘটাবে বলে আশংকা প্রকাশ করেন। তা মহান আল্লাহর নিকট নিজেদের অভিমত প্রকাশ করে আরয করলেন :

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ

"আমরাই তো আপনার প্রশংসা, গুণকীর্তন ও পবিত্রতা ঘোষণা করছি।"

তাঁদের ধারণা ছিল মহান আল্লাহর গুণগান ও পবিত্রতা ঘোষণার জন্য তাঁরাই যথেষ্ট। সুতরাং মানব সৃষ্টির কোন দরকার নেই।

আল্লাহ তা'আলা তাঁদের এ বক্তেব্যের জবাবে বলেন-

إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"(আদম সৃষ্টির তৎপর্য সম্পর্কে) আমি যা জানি, তোমরা তা জান না।"

আল্লাহ তা'আলা তখনই ফেরেশতাদেরকে মানব জাতি সৃষ্টির রহস্য ও সার্থকতা সম্পর্কে কিছু না জানিয়ে স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী ফেরেশতা জিবরাঈল কর্তৃক পৃথিবীর সকল অঞ্চল হতে প্রত্যেক প্রকার মাটি সংগ্রহ করান। তারপর জান্নাতের ঝরনার পানি মিশ্রিত মাটি দিয়ে তাঁর মনোনীত খিলাফতের জন্য যোগ্যতম আকৃতিতে আদমের (আ) দেহের কাঠামো তৈরি করলেন। এরপর তাতে আত্মবা রূহ সঞ্চারিত করলে হযরত আদম (আ) প্রাণময় হয়ে উঠেন।

মহান আল্লাহ হযরত আদম (আ)-কে খিলাফতের জন্য যোগ্যরূপে গড়ে তোলার জন্য যাবতীয় বস্তুর নাম, তথ্য ও তত্ত্ব শিখালেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সে সমস্ত বস্তু হযরত আদম (আ) ও ফেরেশতাদের সম্মুখে উপস্থিত করেন। ফেরেশতাদেরকে সেগুলোর নাম বলতে আদেশ করেন। ফেরেশতাগণ সেগুলোর নাম বলতে অক্ষমতা প্রকাশ করে নিবেদন করলেন যে-

سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا

"আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তা ছাড়া অন্য বিষয়ে আমাদের কোন জ্ঞান নেই, আপনিই পবিত্রতম।" (সূরা বাকারা: ৩২)

অতঃপর মহান আল্লাহ আদম (আ)-কে সেগুলোর নাম ও তথ্যাদি বলতে বললে তিনি সব বস্তুর নাম বলে দিলেন। এতে প্রমাণ হয়ে গেল যে, জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে ও খিলাফত পরিচালনার জন্য হযরত আদম (আ)-ই উপযুক্ত এবং শ্রেষ্ঠ।

মহান আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে হযরত আদম (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকারপূর্বক তাঁকে সম্মানসূচক সিজদা করতে নির্দেশ দিলেন। ইবলীস ব্যতীত সকল ফেরেশতাই আল্লাহর আদেশ পালন করলেন। আগুনের তৈরি ইবলীস অহঙ্কার বশত মাটির তৈরি আদম (আ) কে সিজদা করতে অস্বীকার করে আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করে। ফলে সে অভিশপ্ত শয়তানে পরিণত হয়।

মহান আল্লাহ হযরত আদম (আ)-এর সুখ-শান্তি ও আনন্দ দানের জন্য তাঁর বাম পাঁজর হতে উপাদান নিয়ে তাঁর জুড়ি হযরত হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করলেন। উভয়কে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে জান্নাতে অবস্থানের এবং তার ফলফলাদি ইচ্ছানুযায়ী ভক্ষণ করার কথা বললেন। আর একটি বৃক্ষ দেখিয়ে বললেন যে, কখনো এর কাছে যেও না। জান্নাতের মধ্যে হযরত আদম ও হাওয়া (আ) পরম সুখ ও শান্তিতে বসবাস করতে থাকেন। ইবলীসের এটা সহ্য হলো না। ইবলীস বন্ধুবেশে হযরত আদম ও হাওয়া (আ)-কে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়াতে চেষ্টা করে। শেষে ইবলীস সফল হয়। তাঁরা উভয়ে ফল খেয়ে ফেলেন। এ ভুলের কারণে তাঁরা আল্লাহর বিরাগভাজন হলেন। উভয়ের দেহ হতে জান্নাতি পোশাক খুলে পড়ে যায়। লাঞ্ছিত ও সঙ্কোচিত অবস্থায় তারা গাছের পাতা দ্বারা অঙ্গ ঢেকে লজ্জা নিবারণ করলেন।

এরপর আল্লাহ তাঁদেরকে জান্নাত হতে বের করে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেন। হযরত আদম (আ) বর্তমান শ্রীলংকা ও বিবি হাওয়া (আ) জেদ্দায় পতিত হন। হযরত আদম ও হাওয়া (আ)- কে পৃথিবীর দু'প্রান্তে প্রেরণ করা হলে তাঁরা দীর্ঘদিন কান্নাকাটি ও তাওবা করলেন। তাঁরা আল্লাহর কাছ থেকে একটি দুআ শিখে নিয়েছিলেন। তাঁরা সে দুআ পড়তে থাকলেন এবং স্বীয় কৃতকর্মের জন্য কান্নাকাটি করেন। এমনিভাবে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনার পর করুণাময় মহান আল্লাহ তাঁদের তাওবা মঞ্জুর করে অপরাধ মাফ করে দিলেন। এরপর আল্লাহর ইশারায় হযরত আদম ও হাওয়া (আ)-এর মধ্যে মক্কার আরাফাত ময়দানে সাক্ষাৎ ও পুনর্মিলন ঘটে। অতঃপর তারা পৃথিবীতে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকেন।

সারকথা

হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টি মানব জাতির ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মানব জাতির ইতিহাসের শুভ সূচনা হয় একজন সভ্য মানুষের মাধ্যমে। আর তিনি নবীও ছিলেন। সুতরাং তথাকথিত বিবর্তনবাদীদের মানব সৃষ্টির কাল্পনিক ইতিহাস অনুমান ভিত্তিক ও মিথ্যা। তাদের ঐ মতবাদ বর্তমানে যথার্থ নয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। অথচ কুরআনিক ইতিহাস সঠিক ও নির্ভুল বলে চিরকাল মানুষকে সত্যের সন্ধান দিয়েই যাবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৩.৭

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সত্য-মিথ্যা নিরূপণ করুন

১. বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব জাতি আশরাফুল মাখলুকাত।

২. হযরত নূহ (আ) ছিলেন পৃথিবীর প্রথম মানুষ।

৩. প্রথম মানব ও নবী ছিলেন হযরত আদম (আ)।

৪. মানুষ ইতর প্রাণী শিম্পাঞ্জীর বংশধর।

৫. পৃথিবীতে মানব জাতির শুভ সূচনা হয় একজন সভ্য মানুষের মাধ্যমে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. পৃথিবীতে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন।

২. ফেরেশতারা কেন মানব জাতি সৃষ্টি করতে আপত্তি জানান?

৩. আল্লাহ কিভাবে মানব সৃষ্টি করেন?

৪. হযরত আদম (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয় কিভাবে?

৫. হযরত আদম ও হাওয়া (আ) কেন পৃথিবীতে প্রেরিত হন?

৬. মানব সৃষ্টির ইতিহাসের ব্যাপারে বিবর্তনবাদীদের ধারণা কি? এর সততা কতটুকু?

চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ৩

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. সূরা বাকারার নামকরণের কারণ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

২. শানে নুযুল কাকে বলে? সূরা বাকারা নাযিলের পটভূমি বিশ্লেষণ করুন।

৩. সূরা বাকারার আলোচ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করুন।

৪. সূরা বাকারায় বর্ণিত মুমিন-মুত্তাকীদের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।

৫. কাফির-কারা? সূরা বাকারায় বর্ণিত কাফিরদের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য লিখুন।

৬. মুনাফিকদের পরিচয় দিয়ে সূরা বাকারায় বর্ণিত মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করুন।

৭. প্রথম মানব কে? তাঁর সৃষ্টির ইতিহাস লিখুন।